ঝিনাইদহে ইসলামী আন্দোলনের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঝিনাইদহ জেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের আরাপপুরে দলটির জেলা কার্যালয়ে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি ঘোষনা করা হয়।

২ বছর মেয়াদি এই কমিটিতে সভাপতি পদে ডা: এইচ এম মোমতাজুল করীম ও সেক্রেটারি পদে প্রভাষক মাওলানা শিহাব উদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটি ঘোষণা শেষে নব-গঠিত কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান নব-নির্বাচিত সভাপতি ডা: এইচ এম মোমতাজুল করীম।

সেসময় আল্লাহ তায়ালার সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনের সম্প্রসারণ, মজবুতি অর্জন ও মুল লক্ষ্য হাসিলে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোসহ সংগঠনের নীতি আদর্শ মেনে চলার শপথ নেওয়া হয়। নব-গঠিত এই কমিটিকে স্বাগত জানিয়েছে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

কমিটিতে সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আলী মোর্তুজা, মাস্টার মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আলহাজ্ব ক্বারী ওমর আলী, জয়েন্ট সেক্রেটারী মুফতী আহমদ আব্দুল জলিল, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী মুহাম্মাদ রাসেল উদ্দীন, প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক মুফতী মুহাম্মাদ আলী হুসাইন, দফতর সম্পাদক মুফতী মুহাম্মাদ আরিফুর রহমান, অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক মুফতী হাসানুর রহমান এজাজী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা কামাল উদ্দীন আল মাহমুদ, ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক মুফতী উসমান গণী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক মুফতী আশরাফ আলী ফারুকী, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ¦ মুহাম্মাদ রায়হান উদ্দীন , কৃষি ও শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মিরাজ হুসাইন, মহিলা ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুফতী মনিরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ডা: মাওলানা নিজাম উদ্দীন মুন্সী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাও: গাজী

ইয়াছিন আলী, সহ-প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হক, সহ-দফতর সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মাহদী হাসান, সহ-অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ আজিম বিশ্বাস, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাস্টার মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, সদস্য মুফতী কামাল হুসাইন, সদস্য মাওলানা আব্দুল মোমিন, সদস্য মাওলানা এনামুল হক ফয়েজী, সদস্য মাওলানা রুহুল আমীন খান, সদস্য মুহাম্মাদ ফারুক হোসেন, সদস্য মুহা. মোদাচ্ছের হোসেন মন্টু, সদস্য মুহা. আবুল হাশেম ইলাহী নির্বাচিত হয়েছেন।

ঝিনাইদহে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী

ঝিনাইদহে ৫ দিন ব্যাপী খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝিনাইদহ শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার কলেজে এ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)’র আয়োজনে ৫ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেয় ঝিনাইদহের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা।

সমাপনী দিনে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডা: তানভীর হাসান। সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে বারটান’র উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সোনিয়ার শারমিন, সরকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বেলাল হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ জানুয়ারি বারটানের নির্বাহী পরিচালক রেহেনা আকতার এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। ৫ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ড. আব্দুস সামাদ, ড. শফিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ষষ্টী চন্দ্র রায়সহ প্রশিক্ষকরা খাদ্য, ফলিত পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য, মা ও

শিশুদের যত্নসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন।

আয়োজকরা জানায়, আগামী দিনে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুষ্টি সচেতনতা বিষয়ক এই বার্তা সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ায় এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে।

ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মাণ বন্ধ, নষ্ট কোটি টাকার মালামাল

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল ও প্রতিহিংসার রাজনীতির রোষানলে পড়ে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে আছে। চার বছর আগে আদালতের আদেশে নির্মান করা বন্ধ হলেও ঝিনাইদহ পৌর কৃর্তপক্ষ আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এদিকে ঝিনাইদহ পৌরসভার সুপার মার্কেটের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ। সেই সাথে চলছে দখল বাণিজ্য। মার্কেটের সামনে রাতারিাতি দখল করে বিশেষ মহল গড়ে তুলেছে ২০টি দোকান। মার্কেটের কয়েক কোটি টাকার রডে জং ধরে মরিচা পড়ে গেছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৩০ মার্চ জাইকার অর্থায়নে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজ চলা অবস্থায় ২০২০ সালের ৬ সেপ্টম্বর বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির মামলার (রিট পিটিশন নং ১২৪৪০/১৯) এর কারণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বাদী পক্ষের দাবী মার্কেটের জায়গায় একটি পার্ক ছিল।

সেখানে বাচ্চারা খেলতো। বহুতল মার্কেট তৈরী হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। আদালত ৬ মাসের মধ্যে সিএস ৭৮৪ দাগে অবস্থিত রাস্তা ও মসজিদ

ব্যাতিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য নির্দেশ দেয়। মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি) উচ্চ আদালতে আপীল করলে বিজ্ঞ আদালত স্থিতিতাবস্থা জারী করে। গত চার বছর ধরে একই অবস্থায় মামলাটি পড়ে আছে। মামলার কারণে ঠিকাদারের দেড় কোটি টাকার সম্পদ পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে সেসময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মেয়র মিন্টুর সঙ্গে স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আ’লীগ নেতা বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস ও সাবেক যুবলীগ সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটনের বিরোধ থাকায় তারাই মুলত মার্কেট নির্মানের বিরুদ্ধে মামলার ইন্ধন যুগিয়েছে। কারণ হিসেবে পৌর নাগরিকরা মনে করেন, আ’লীগ নেতা ফোটনের “মকবুল প্লাজা” নামে একটি বহুতল ভবন নির্মানাধীন ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের সামনেই অবস্থিত। তার মার্কেটের সামনে এমন একটি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট নির্মিত হলে আ’লীগ নেতা ফোটনের ব্যবসা লাঠে উঠতে পারে এমন আশংকা থেকে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতিকে দিয়ে এই রিট পিটিশন করা হয় বলে শহরজুড়ে কথিত আছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীন মঙ্গলবার বিকালে জানান, পৌরসুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেতো। সেই সঙ্গে বাড়তো পৌরসভার আভ্যান্তরীন আয়। তিনি জানান সুপার মার্কেটটি ছিল অত্যাধুনিক। আশপাশের কোন জেলায় এমন শপিংমল নেই। মার্কেটের ডিজাইনে ছিল ১১৯টি পার্কিং লট, চলন্ত সিঁড়ি, লিফট ও হাই পাওয়ারের জেনারেটর। ঝিনাইদহ সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আহমেদ হোসেন জানান, উচ্চ আদালতে চলা মামলা নিম্পত্তি করে দ্রুত মার্কেটটির নির্মান কাজ শুরু করা হোক। সুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের আভিজাত্যতা ফুটে উঠতো বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেজিষ্টার আনোয়ার হোসেন জানান, রাজনৈতিক বিরোধের কারণে এমন একটি সৃষ্টি ধ্বংস করা ঠিক হয়নি। তিনি সুপার মার্কেটটির কাজ সম্পন্ন করার দাবী জানান।

ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা ফিরোজ আনোয়ার মাসুম জানান, আদালতের আদেশ মানতে হলে শুধু পৌর সুপার মার্কেটই নয়, আশপাশের বহু সরকারী স্থাপনা ভাঙ্গতে হবে। তারচে বরং পৌর কর্তৃপক্ষের উচিৎ হবে অন্য

স্থানে একটি শিশু পার্ক তৈরী করে বিজ্ঞ আদালতের কাছ থেকে নতুন নির্দেশনা চাওয়া।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি)’র পক্ষে এস এম বিল্লাহ রিন্টু জানান, সুপার মার্কেটটির নির্মান কাজ বন্ধ থাকায় তিনি প্রায় চার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। দেড় কোটি টাকার নির্মান সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এছাড়া কর্তনকৃত জামানতের টাকা ফেরৎ পাননি। সব মিলিয়ি তিনি পৌরসভার কাছে সাড়ে চার কোটি টাকা পাবেন। একাধিকবার তিনি চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো বিল পরিশাধ করেননি। তিনি বিলের টাকা পেতে আদালতের দারস্থ হবেন বলেও জানান।

ঝিনাইদহ চুরি হওয়া ৩৬৩ টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ২০২৪ সালে ৩৬৩টি চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে পৌছে দিয়েছে। এ সময় তারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতারণা ও হ্যাকিং চক্রের একাধিক সদস্যকে গ্রেফতার ও ক্লুলেস হত্যার রহস্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল সুত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যমতে ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিকাশ ও নগদ প্রতারনার ৮২ টি জিডির বিপরীতে ১৮ লাখ ৪২ হাজার টাকা উদ্ধার করে গ্রাহকদের কাছে ফেরৎ দিয়েছে।

এছাড়া অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের ৭১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। মোবাইল ফোনে ১৩ টি হুমকি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিসহ ৫৬টি অভিযোগের ভিকটিম উদ্ধার করেছে। আটক করেছেন কথিত ৩ জ্বীনের বাদশাকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মূর্তি।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের কর্মকর্তা খালিদ হাসান জানান, তারা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের দুইজনকে ইজিবাইকসহ গ্রেফতার করতে

সমর্থ হয়। অন্যদিকে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার ৬ হাজার ৮৫২ জনকে তথ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা করা হয়েছে। তিনি বলেন একটি প্রতারক চক্র বিকাশ, রকেট, নগদ ও উপায় এর মাধ্যমে বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা কাস্টমার কেয়ারের লোক পরিচয় দিয়ে ওটিপি হ্যাকিং করে অর্থ আত্মসাৎ করছিল। এমন এক চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে ৬টি মোবাইল ফোন ও ১০টি সিম উদ্ধার করা হয়।

ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত এখালাছুর রহমান জানান, পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় তারা তথ্য প্রযুক্তির অপরাধীদের ধরতে পারছেন। তাদের এই দক্ষতা সাইবার ক্রাইম দমনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে বলেও তিনি দাবী করেন।

ঝিনাইদহে শিক্ষার মানোন্নয়নে কমিউনিটি অ্যাকশন মিটিং

ঝিনাইদহে অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি)-এর উদ্যোগে রাউতাইল (রাউতাইল কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশে) গতকাল (২৮ জানুয়ারি) মঙ্গলবার সকালে একটি কমিউনিটি অ্যাকশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অনুপ্রেরণায় গঠিত এসিজি আনোয়ার জাহিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভিত্তিক একটি নাগরিক প্ল্যাটফর্ম।

স্থানীয় নাগরিকদের সহযোগিতায় এসিজি কর্তৃক আয়োজিত এই সভায় আনোয়ার জাহিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। সনাক-এর মাধ্যমিক শিক্ষা উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসিজি সমন্বয়ক নুর হোসেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এরিয়া কো-অর্ডিনেটর মো. হুমায়ুন কবীর।

এলাকাবাসী ও অভিভাবকবৃন্দ সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন

এবং তারা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি চিহ্নিত সমস্যার সমাধানের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে ইয়েস ও এসিজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইয়েসের দলনেতা মাজহারুল ইসলাম।

শৈলকুপায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটইবাজারে একটি অটো রাইস মিলের পাশে গাছের ডাল থেকে মিঠুন (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

মিঠুন শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে। শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদন্ত চলছে।

মরদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। এ ঘটনায় এলাকায় ভীতি ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে মুখঢাকা নারীদের এনআইডি না দেয়াই মানববন্ধন

মুখ ঢেকে পর্দা করা নারীদের ১৬ বছর যাবত নাগরিকত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ মহিলা আনজুমান।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ মহিলা আনজুমান এর পক্ষে আহমদ মানসুরা, সংগঠনটির অন্যান্য সদস্যসহ পর্দানশীন নারীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তারা বলেন, বিগত ১৬ বছর যাবত পর্দানশীন নারীদের মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। পর্দানশীন নারীদের ধর্মীয় ও প্রাইভেসীর অধিকার অক্ষুন্ন রেখে এনআইডি প্রদান, বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবস্থা জোরদার করে এনআইডি প্রদান করতে হবে। দ্রুত তাদের দাবী মানা না হলে দেশব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী- পুরুষ মাঠে নামবে বলেও হুশিয়ারী দেন তারা।

ঝিনাইদহে বিআরটিএ’র ৬০ লাখ টাকার চেক বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলায় বিভিন্ন সময়ে সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের মাঝে মঞ্জুরিকৃত ৬০ লাখ টাকার চেক বিতরণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে বিআরটিএ’র ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক এসব চেক বিতরণ করা হয়।

বিআরটিএ’র ঝিনাইদহ সার্কেল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ ঝিনাইদহের সহকারী পরিচালক মইনুল ইসলাম, মোটরযান পরিদর্শক এস এম সবুজ, তারিক হাসান, সাংবাদিকবৃন্দ, পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা।

জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১১ জন ও আহত ৩ জন পরিবারের মনোনীত সদস্যদের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে নিহতদের প্রত্যেক পরিবার ৫ লক্ষ টাকা ও

আহত ২ জনের পরিবার পেলেন ১ লক্ষ টাকা করে এবং গুরুতর আহত ব্যক্তির ৩ লক্ষ টাকার চেক।

বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদিসহ নির্ধারিত ফরমে নিহত কিংবা গুরুতর আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করা হলে, তা ট্রাস্টি বোর্ডে যাছাই-বাছাই পূর্বক অর্থ সহযোগীতা মঞ্জুর করা হয়।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস পালিত

ঝিনাইদহে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টায় আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে জীবাশ্ব জ্বালানিকে না বলুন এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রুপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিআইবির (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ- টিআইবি) অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ঝিনাইদহ কর্তৃক ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

সেখানে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ (এসিজি), ইয়েস এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি স্থানীয় অংশীজন হিসেবে ৬ টি বেসরকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

সনাকের জেলা কমিটির সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাকের সহ সভাপতি আহমেদ হোসেন।

দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতসহ জ্বালানি রুপান্তরে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও

বেসরকারি অংশীজনের বিবেচনার জন্য ১২ টি সুপারিশ সম্বলিত টিআইবির ধারণাপত্র পাঠ করেন জনাব মাজহারুল ইসলাম, ইয়েস দলনেতা, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ঝিনাইদহ।

এছাড়া এই ধারণাপত্রের আলোকে জীবাশ্ব জ্বালানির ক্ষতিকর প্রভাব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিজ অব সোসাইটি (ডাস) এর পরিচালক মো: আলাউদ্দীন, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি (অব:) অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু ও সনাকের সদস্য (অব:) উপাধ্যক্ষ এন.এম. শাহজালাল প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন টিআবি’র এরিয়া কোঅডিনেটর হুমায়ুন কবির।

ঝিনাইদহে অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ, পদত্যাগে বাধ্য করলেন শিক্ষার্থীরা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শোয়াইব নগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদাকে তার অফিস কক্ষে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ রেখে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে সময় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে।

জানা যায়, গত ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার মাদরাসার কম্পিটার ল্যাবটি ভাড়া দেওয়া হয়। ওই সময় ল্যাবে ভাড়া নেওয়া প্রশিক্ষনার্থীরা নাচ-গান করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসায় নাচ-গানের ভিডিও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করে।

পরে রবিবার সকালে মাদরাসা খোলা হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের

পদত্যাগ দাবি করে। পরে অধ্যক্ষের কক্ষে ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রেখে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তখন কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে অফিস কক্ষের দরজা খোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। পরে বাধ্য হয়ে দুপুর ২টার দিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লেখা পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করার পর নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেদারুল ইসলাম বলেন, একজন অধ্যক্ষকে এভাবে জোরপূর্বক পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নেওয়া কাম্য নয়। আমি শিক্ষার্থীসহ ওই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতদেও আমার কার্যালয়ে ডেকেছি। আশা করি এর একটা সুরহা করতে পারবো।